

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩৫ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

ওয়েবসাইট : <http://www.du.ac.bd> (DU Barta)

৩০ অগ্রহায়ণ ১৪২৮, ১৫ ডিসেম্বর ২০২১

ঢাবির শতবর্ষপূর্তি ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব ॥ ক্যাম্পাসে নবীন-প্রবীণের মিলনমেলা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙালির আশা আকাঙ্ক্ষার এক অনন্য বাতিঘর-রাষ্ট্রপতি



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবের বর্ণাঢ্য উদ্বোধন করা হয়েছে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর মোঃ আবদুল হামিদ গত ১ ডিসেম্বর ২০২১ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভাষণ দিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভূটানের প্রধানমন্ত্রী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাই লোটে শেরিং ভাষণ দিলেন।

শ্রীমান শারমিন চৌধুরী অনুষ্ঠানে সম্মাননীয় অতিথি এবং শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এমপি, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন এমপি, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. কাজী শহীদুল্লাহ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এ কে আজাদ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) ও শতবর্ষ উদ্‌যাপন কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটির সদস্য-সচিব অধ্যাপক ড. এ. এস. এম. মাকসুদ কামাল স্বাগত বক্তব্য দেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে শতবর্ষের তথ্যচিত্র প্রদর্শন এবং 'থিম

সং' পরিবেশন করা হয়। এছাড়া, মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ ও ওয়েবসাইট উদ্বোধন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে বর্ণিল সাজে সাজানো হয়েছে। প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের পদচারণায় মুখরিত হয়ে ওঠেছে পুরো ক্যাম্পাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবুজ চত্বর নবীন-প্রবীণের মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে। উপাচার্য ভবন, কার্জন হল, কলা ভবনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও অভ্যন্তরীণ সড়কে দৃষ্টিনন্দন আলোক সজ্জা শোভা পাচ্ছে। মনোরম ক্যাম্পাসের সর্বত্র এখন উৎসব মুখর পরিবেশ বিরাজ করছে।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলার অভিযাত্রায় शामिल হওয়ার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, জননেত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে ভিশন ২০৪১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমরা এগিয়ে চলছি। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সক্ষম, দক্ষ ও মেধাবী জনশক্তি তৈরি করতে হবে। এক্ষেত্রে পথিকৃতের ভূমিকা পালনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, তথ্য প্রযুক্তিসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় শিক্ষার্থীদের দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের চাহিদা বিবেচনা করে শিক্ষার

মান ও শিক্ষার্থীদের সক্ষমতা বাড়তে হবে। এক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নেতৃত্ব দিবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবোজ্জ্বল অবদান তুলে ধরে তিনি বলেন, বাঙালি জাতির শিক্ষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য, গবেষণা-উদ্ভাবন, মুক্তবুদ্ধি চর্চা, প্রগতিশীল ভাবনা, (দ্বিতীয় পৃষ্ঠার দেখুন)

ঢাবির শতবর্ষপূর্তি ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব

হেদিনব্যাপী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে হেদিনব্যাপী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উদ্বোধনী দিনে ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. এ এফ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর সভাপতিত্বে আলোচনা পর্বে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক এমপি, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম এমপি, ডাকসুর সাবেক সহ-সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, দি ডেইলি অবজারভারের সম্পাদক ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাবেক তথ্য উপদেষ্টা ইকবাল সোবহান চৌধুরী এবং বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার অংশগ্রহণ করবেন। আলোচনা সভায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক. ড. সোনালি চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মাননীয় অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

ঢাবির সাবেক উপাচার্য ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. এ কে আজাদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ২য় দিনের আলোচনা সভায় ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার এমপি, আইন ও সালিশি কেন্দ্রের সাবেক নির্বাহী পরিচালক এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রাক্তন উপদেষ্টা এ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল, ঢাবি ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস বিভাগের অনারারি অধ্যাপক ড. খন্দকার বজলুল হক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক ও বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু অংশগ্রহণ করেন।

উৎসবের ৩য় দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু চেয়ার ও অনারারি অধ্যাপক (দ্বিতীয় পৃষ্ঠার দেখুন)

বর্ণাঢ্য বিজয় র্যালি

মৌলিক গবেষণা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে উন্নত দেশ গড়ার অঙ্গীকার



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান উচ্ছ্বাস, উদ্দীপনা ও মানবতার বিকাশ ঘটিয়ে মৌলিক গবেষণা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে দেশ ও জাতির প্রত্যাশা পূরণের জন্য আগামীদিনে বিশ্ববিদ্যালয়কে নতুন আঙ্গিকে গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপনের ধারাবাহিকতায় মহান বিজয় দিবস ২০২১ উপলক্ষে গত ১২ ডিসেম্বর ২০২১ আয়োজিত বিজয় র্যালি শেষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এক সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে উপাচার্য এসব কথা বলেন।

অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে বেলাল উড়িয়ে উপাচার্য বর্ণাঢ্য এই র্যালির উদ্বোধন করেন। পরে উপাচার্যের নেতৃত্বে র্যালিটি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে শেষ হয়। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের উদ্যোগে জাতীয় সংগীত ও থিম সং পরিবেশন করা হয়।

র্যালিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা)

অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য, রেজিস্ট্রার, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের পরিচালক, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, প্রক্টর, ঢাবি শিক্ষক সমিতিসহ বিভিন্ন সমিতির নেতৃবৃন্দ এবং সাবেক ও বর্তমান শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ অংশ নেন।

উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষে সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বদাই মানবতার জয়গান প্রতিধ্বনিত হবে, জ্ঞানের আলো প্রস্ফুটিত হবে এবং অসাম্প্রদায়িক মানবিক মূল্যবোধ বিকশিত হবে।

৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সুবিধাসমূহ কাজে লাগিয়ে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিণত করার ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে নেতৃত্ব দিতে হবে। এই গুরুদায়িত্ব বহন করার জন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক, শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান।

ঢাবির শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে সর্বোচ্চ সিজিপিএধারী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা প্রদান ॥ এখন থেকে প্রতিবছর মেধাবীদের সংবর্ধনা দেয়া হবে- উপাচার্য



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের ২০১৯ সালের স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সিজিপিএধারী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষে গত ১০ ডিসেম্বর ২০২১ উপাচার্য ভবন লনে সর্বোচ্চ সিজিপিএধারী শিক্ষার্থীদের জন্য এক চা-চক্র আয়োজনের মাধ্যমে এই সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মেধাবী শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন

জানিয়ে বলেন, বার্ষিক অনুষ্ঠান হিসেবে এখন থেকে প্রতিবছর উপাচার্য ভবন লনে সর্বোচ্চ সিজিপিএধারী শিক্ষার্থীদের জন্য চা-চক্রের আয়োজন করা হবে। ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের বিভিন্ন সুবিধার সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারের জন্য মেধাবী শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে তাদের নিরলসভাবে কাজ করতে হবে।

অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, (দ্বিতীয় পৃষ্ঠার দেখুন)



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কার্জন হলের বোটানিক্যাল গার্ডেন চত্বরে নবনির্মিত 'গ্রীনহাউজ' গত ১২ ডিসেম্বর ২০২১ উদ্বোধন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন এমপি প্রধান অতিথি এবং প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল এবং বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. রেজাউল হক বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন।



উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ৫ ডিসেম্বর ২০২১ গণতন্ত্রের মানসপুত্র এবং অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ৫৮তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁর সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ২ ডিসেম্বর ২০২১ আধুনিক শিল্পকলা চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ পটুয়াশিল্পী কামরুল হাসানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁর সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে ঢাবি চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক নিসার হোসেন উপস্থিত ছিলেন।



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে গত ২৬ নভেম্বর ২০২১ ঢাবি পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগে নতুনভাবে সজ্জিত ও আধুনিকায়নকৃত সেমিনার লাইব্রেরি, লেকচার হল ও সভাকক্ষ উদ্বোধন করেন।



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান 'বিশ্ব দর্শন দিবস-২০২১' উপলক্ষ্যে গত ১৮ নভেম্বর ২০২১ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে আয়োজিত এক আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

জাতীয় অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম-এর মৃত্যুতে ঢাবি উপাচার্যের শোক প্রকাশ



স্বাধীনতা পদক ও একুশে পদকপ্রাপ্ত জাতীয় অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম-এর মৃত্যুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ৩০ নভেম্বর ২০২১ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক এবং বাংলা একাডেমির সভাপতি ড. রফিকুল ইসলাম ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যতিসম্পন্ন শিক্ষাবিদ, উপমহাদেশের প্রখ্যাত নজরুল গবেষক, লেখক, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী। তিনি ছিলেন প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক চেতনার একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। তিনি ৫২'র ভাষা আন্দোলন ও একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধসহ দেশের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বাঙালির মুক্তি সংগ্রাম, শহিদ বুদ্ধিজীবী, ভাষা আন্দোলন, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবন ও সাহিত্যকর্ম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষের ইতিহাসসহ বিভিন্ন বিষয়ে অসংখ্য প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেছেন। জাতির বাতিঘর হিসেবে পরিচিত এই গুণী শিক্ষাবিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের প্রথম নজরুল অধ্যাপক, বিভাগীয় চেয়ারম্যান, নজরুল গবেষণা ইনস্টিটিউটের সভাপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস-এর উপাচার্যসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার

সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। উপাচার্য আরও বলেন, জাতির যে কোনো সংকটকালে ও দুর্যোগময় মুহূর্তে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, অসাম্প্রদায়িক চেতনা, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশের আন্দোলনে অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম ছিলেন সামনের সারির একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর মৃত্যুতে দেশ ও জাতির যে ক্ষতি হল তা কখনই পূরণীয় নয়। দেশের শিক্ষা, শিল্প ও সাহিত্য অঙ্গনে অনন্য অবদানের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম গত ৩০ নভেম্বর ২০২১ রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর।

কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ



স্বাধীনতা পদক এবং একুশে পদকপ্রাপ্ত প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক-এর মৃত্যুতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ১৬ নভেম্বর ২০২১ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক হাসান আজিজুল হক ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক, গবেষক ও নবিত কথাসাহিত্যিক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বঙ্গবন্ধু চেয়ার' অধ্যাপক হিসেবে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। জনপ্রিয় এই কথাসিল্পীর সৃজনশীল রচনাবলী আমাদের সাহিত্যাঙ্গনকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর মৃত্যুতে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙালির আশা আকাঙ্ক্ষার এক অনন্য বাতিঘর- রাষ্ট্রপতি

(১ম পৃষ্ঠার পর) জাতি-গঠন ও দেশাত্ত্ববোধের চেতনার এক তেজোদীপ্ত আলোকবর্তিকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বাঙালির আশা আকাঙ্ক্ষার এক অনন্য বাতিঘর এ প্রতিষ্ঠান। জাতির পিতার জন্মবার্ষিকী ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদযাপনকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে তিনি উল্লেখ করেন।

স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে কাজ করার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, উদারতা ও মানবিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনে তাদের অবদান রাখতে হবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, শিক্ষিত, বুদ্ধিদীপ্ত, মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ ঘটিয়ে একটি জাতিরদ্বি প্রতিষ্ঠা এবং সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির বিবর্তন ও উন্নয়নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অব্যাহতভাবে অনন্যসাধারণ ভূমিকা রেখে চলেছে। আন্তর্জাতিক জ্ঞানরাজ্যে ও এই প্রতিষ্ঠানের অবদান অনস্বীকার্য। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বর্তমান প্রজন্মকে যোগ্য করে গড়ে তোলাই আমাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। নৈতিক মূল্যবোধ ও মানবিক আচরণের উৎকর্ষ সাধনের ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' অর্জন ও সরকারের 'পরিপ্রেক্ষিত রূপকল্প ২০৪১' বাস্তবায়নে আমাদের সহায়ক ভূমিকা পালন করতে হবে। এ লক্ষ্যে শিক্ষা কারিকুলাম পুনর্গঠনসহ মৌলিক গবেষণা ও উদ্ভাবন কার্যক্রম জোরদারের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এসব উদ্যোগ সফল করার ক্ষেত্রে তিনি অ্যালামনাই এবং শিল্প ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন।

ঢাবি'র শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে সর্বোচ্চ সিজিপিএধারী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা প্রদান

(১ম পৃষ্ঠার পর) কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন, জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মিহির লাল সাহা, ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আব্দুল মোমেন, সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক মিসেস রাশেদা ইরশাদ নাসির ও বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সৈয়দ আজিজুল হক বক্তব্য রাখেন।

রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার অনুষ্ঠান সম্বলন করেন। এসময় বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের পরিচালক ও বিভাগীয় চেয়ারম্যানগণ উপস্থিত ছিলেন।

আমাদের শিক্ষা ও সাহিত্য অঙ্গনে এক অপরূপীয় ক্ষতি সাধিত হলো। দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশে অসামান্য অবদান রাখার জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক হাসান আজিজুল হক গত ১৫ নভেম্বর ২০২১ রাজশাহীর নিজ বাসভবনে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর।

ঢাবি'র অধ্যাপক ড. মাহমুদ হাসান-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বি শ্ব বি দ য় া ল য়ের মত্স্যবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মাহমুদ হাসান-এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ৫ ডিসেম্বর ২০২১ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক ড. মাহমুদ হাসান ছিলেন অত্যন্ত সৎ, বিনয়ী, নম্র ও সজ্জন চরিত্রের একজন শিক্ষক ও গবেষক। বিভাগীয় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের কাছে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। মত্স্য চাষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এই গুণী শিক্ষকের রয়েছে অনেক উদ্ভাবন ও মৌলিক গবেষণা।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. মাহমুদ হাসান গত ৫ ডিসেম্বর ২০২১ রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর।

‘আবহাওয়া ও জলবায়ু বিজ্ঞান’ শীর্ষক দু’দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন বঙ্গবন্ধু দেশে আবহাওয়া বিজ্ঞানের উন্নয়নে দূরদর্শী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন- উপাচার্য



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের আবহাওয়া বিজ্ঞানের উন্নয়নে দূরদর্শীতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। দুর্যোগ মোকাবেলায় ও দেশের সার্বিক উন্নয়নে আবহাওয়ার পূর্বাভাস জান-মাল রক্ষাসহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, যা তিনি সর্বদাই উপলব্ধি করতেন। এজন্যই বঙ্গবন্ধু ১৯৭৫ সালে রাঙামাটির বেতবুনিয়ায় দেশের ১ম ভূ-উপগ্রহ স্থাপন করেছিলেন। গত ১০ ডিসেম্বর ২০২১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবহাওয়া বিজ্ঞান বিভাগের মিলনায়তনে ‘আবহাওয়া ও জলবায়ু বিজ্ঞান’ শীর্ষক দু’দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপাচার্য প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবহাওয়া বিজ্ঞান বিভাগ ও বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর যৌথভাবে এই সম্মেলন আয়োজন করে।

আবহাওয়া বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারপার্সন ও অর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. তৌহিদা রশীদের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক. ড. নাসরীন আহমাদ, বাংলাদেশ

আবহাওয়া অধিদপ্তরের পরিচালক মো. আজিজুর রহমান এবং এনপিআই ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের উপাচার্য অধ্যাপক ড. ডি. এ. কাদির বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কর্মসম্পাদনে তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এদেশের ১ম উপগ্রহ ‘বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট’ চালু হয়েছে। এই অনন্য অর্জনের মাধ্যমে আবহাওয়া ও জলবায়ুর পূর্বাভাস পেতে এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আমরা অনেক ধাপ এগিয়ে গেছি। তিনি বলেন, আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তনের সঠিক পূর্বাভাস পেতে মৌলিক গবেষণা ও উদ্ভাবন বৃদ্ধি করতে হবে। এই সম্মেলনে লব্ধ জ্ঞান নীতিনির্ধারক, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা এবং গবেষকবৃন্দের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষা-গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে উপাচার্য আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সম্মেলনে ভারত, চীন, নেপাল, ভুটান, জাপান, মিশর, বেলজিয়াম, অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশের শিক্ষক, গবেষক, নীতিনির্ধারক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ অংশ নেন।

েদিনব্যাপী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

(১ম পৃষ্ঠার পর) ড. আতিউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ. ক. ম. মোজাম্মেল হক এমপি, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি, সংসদ-সদস্য রাশেদ খান মেনন, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আনোয়ার হোসেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ অংশগ্রহণ করেন।

উৎসবের ৪র্থ দিনে ঢাবি'র সাবেক প্রো-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শাহাদত আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় আগুয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সাবেক কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী এমপি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান এমপি, শিল্প মন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন এমপি, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রাক্তন উপদেষ্টা রাশেদা কে. চৌধুরী, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. মশিউর রহমান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূঁইয়া অংশগ্রহণ করেন।

উৎসবের সমাপনী দিনে ঢাবি'র সাবেক প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় রেল মন্ত্রী মো. নূরুল ইসলাম সুজন এমপি, শিক্ষা উপ-মন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী এমপি, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মাসুদ বিন মোমেন, সেন্ট্রাল উইমেন ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. পারভীন হাসান, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক এ আর এম মনজুরুল আহসান বুলবুল অংশগ্রহণ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের

েদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সমাপনী বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রীসহ আলোচনা সভায় অংশগ্রহণকারী আলোচকবৃন্দের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এছাড়া, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিল্পীবৃন্দ, অতিথিবৃন্দ, সকল সাবেক ও বর্তমান শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারি এবং শতবর্ষের নানা আয়োজন সূষ্ঠ ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করতে প্রক্টরিয়াল টিম, বিএনসিসি, রোভার স্কাউট, রেঞ্জার ইউনিটসহ যে সকল প্রতিষ্ঠান স্পন্সর করে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদেরকেও উপাচার্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) ও শতবর্ষ উদযাপন কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি'র সদস্য-সচিব অধ্যাপক ড. এ. এস. এম. মাকসুদ কামালও শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

আলোচনা সভা শেষে কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে জনপ্রিয় ব্যাড দলসমূহের পরিবেশনায় কনসার্ট অনুষ্ঠিত হয়।

অধ্যাপক দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক ড. অসীম সরকার



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বি শ্ব বি দ য় া ল য়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক ড. অসীম সরকারকে ‘অধ্যাপক ড. দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য গবেষণা কেন্দ্র’র পরিচালক হিসেবে সম্প্রতি নিয়োগ প্রদান করেছেন। আগামী দুই বছরের জন্য তাঁকে এই নিয়োগ প্রদান করা হয়।



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চতুর্থ শ্রেণি কর্মচারী ইউনিয়নের নব-নির্বাচিত সভাপতি জনাব মোবারক হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মো: আব্দুল হাল্লান মিজির নেতৃত্বে ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ গত ৩০ অক্টোবর ২০২১ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

উপাচার্যের সাথে বিদেশী অতিথিদের সাক্ষাৎ

ইন্দো-হেলেনিক সোসাইটির সভাপতি

গ্রীসের ইন্দো-হেলেনিক সোসাইটি কালচার এন্ড ডেভেলপমেন্ট-এর সভাপতি দিমিত্রিওস ভ্যাসিলিয়াদিস গত ৬ ডিসেম্বর ২০২১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. এ কে এম খাদেমুল হক উপস্থিত ছিলেন। সাক্ষাৎকালে তারা ইন্দো-হেলেনিক সোসাইটি কালচার এন্ড ডেভেলপমেন্ট-এর আর্থিক সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে গ্রীক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের বিষয়ে আলোচনা করেন। ইন্দো-হেলেনিক সোসাইটি কালচার এন্ড ডেভেলপমেন্ট-এর সভাপতি জানান, ১ম পর্যায়ে গ্রীক ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং ২য় পর্যায়ে এই ঐতিহ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হবে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে গ্রীক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নে সহযোগিতা প্রদানের জন্য ইন্দো-হেলেনিক সোসাইটি কালচার এন্ড ডেভেলপমেন্ট কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে অবস্থিত গ্রীক ঐতিহ্যের মধ্যে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে এদেশের আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃসাংস্কৃতিক সম্পর্কের প্রতিফলন রয়েছে। এই ঐতিহ্যের শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তাটি বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে গ্রীক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নে সহযোগিতা চেয়ে ইতোপূর্বে গ্রীসের

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পত্র দিয়েছিলেন। এই পত্রের সূত্র ধরে গ্রীক কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে সহযোগিতা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রসঙ্গত, ইন্দো-হেলেনিক সোসাইটি কালচার এন্ড ডেভেলপমেন্ট-এর সভাপতি দিমিত্রিওস ভ্যাসিলিয়াদিস বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে অংশ নিতে বাংলাদেশ সফর করেন।

ব্রিটিশ কাউন্সিল চেয়ারম্যান

ব্রিটিশ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান স্টিভ স্পিং গত ২১ নভেম্বর ২০২১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় ব্রিটিশ কাউন্সিলের কান্ট্রি ডিরেক্টর টম মিসিওসিয়া, শিক্ষা বিষয়ক পরিচালক ডেভিড মোনার্ড এবং ইংরেজি ও উচ্চশিক্ষা প্রকল্পের ম্যানেজার মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন তার সঙ্গে ছিলেন। সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ব্রিটিশ কাউন্সিলের মধ্যে চলমান যৌথ শিক্ষা, গবেষণা ও ইংরেজি পঠন-পাঠন বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি আরও গতিশীল করার ব্যাপারে আলোচনা করেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম সম্পর্কে অতিথিদের অবহিত করে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন খ্যাতিমান বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা বিষয়ে ইতোমধ্যেই বেশকিছু সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষ্যে চলতি বছর লন্ডনে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, Her Royal Highness Princess Anne Elizabeth Alice Louise এই

সম্মেলন উদ্বোধন করবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। এই সম্মেলনে যোগদানের জন্য উপাচার্য ব্রিটিশ কাউন্সিলের চেয়ারম্যানকে আমন্ত্রণ জানান। এই আমন্ত্রণের জন্য ব্রিটিশ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান স্টিভ স্পিং উপাচার্যকে ধন্যবাদ দেন।

দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিনিধিদল

দক্ষিণ কোরিয়ার চুবুক ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির প্যারাসিটোলজি বিভাগের অধ্যাপক কিজন এস ইওম-এর নেতৃত্বে ৩-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল গত ৫ ডিসেম্বর ২০২১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধি দলের অন্য সদস্যরা হলেন- ড. হ্যাপুল পার্ক এবং ড. ডংমিন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণিবিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. নিয়ামুল নাসের উপস্থিত ছিলেন। সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণিবিদ্যা বিভাগে নবপ্রতিষ্ঠিত প্যারাসিটোলজি ল্যাবরেটরির উন্নয়নসহ শিক্ষা ও গবেষণার বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যৌথভাবে অত্যাধুনিক গবেষণা পরিচালনার ব্যাপারে প্রতিনিধি দলের সদস্যরা অগ্রহ প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যারাসিটোলজি ল্যাবরেটরি উন্নয়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই চুবুক ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের প্রতি গভীর অগ্রহ প্রকাশের জন্য উপাচার্য অতিথিদের ধন্যবাদ জানান।



ব্রিটিশ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান স্টিভ স্পিং গত ২১ নভেম্বর ২০২১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।



গ্রীসের ইন্দো-হেলেনিক সোসাইটি কালচার এন্ড ডেভেলপমেন্ট-এর সভাপতি দিমিত্রিওস ভ্যাসিলিয়াদিস গত ৬ ডিসেম্বর ২০২১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।



দক্ষিণ কোরিয়ার চুবুক ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির প্যারাসিটোলজি বিভাগের অধ্যাপক কিজন এস ইওম-এর নেতৃত্বে ৩সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল গত ৫ ডিসেম্বর ২০২১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে।

ঢাবি ও নেদারল্যান্ডস-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক দলিল হস্তান্তর



বাংলাদেশের হোম ডেকোরেশন ও হোম টেক্সটাইল (এইচডিএইচটি) খাত এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (এসএমইএ) প্রতিযোগিতামূলক রপ্তানি ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং নেদারল্যান্ডস-এর বৈদেশিক বাণিজ্য ও উন্নয়ন কো-অপারেশন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে পূর্বে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের মূল দলিল গত ২৫ নভেম্বর ২০২১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়। উপাচার্য অফিস সংলগ্ন লাউঞ্জে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে সেন্টার ফর দ্যা প্রমোশন অব ইমপোর্টস ফ্রম ডেভেলপিং কান্ট্রিজ অব দ্যা নেদারল্যান্ডস এন্ট্রারপ্রাইজ এজেন্সি (সিবিআই)-এর বিশেষজ্ঞ মি. রেমকো কেম্পার এই দলিল হস্তান্তর করেন। এসময় ঢাবি

ঢাবি-এ তরুণ উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রকল্পের যাত্রা শুরু



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি উৎসবের অংশ হিসেবে গত ৪ ডিসেম্বর ২০২১ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে “ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব ইউনিভার্সিটিজ ইন বাংলাদেশ টু প্রমোট ইয়ুথ এন্টারপ্রেনিউরশীপ” শীর্ষক একটি পাইলট প্রকল্প উদ্বোধন করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইনোভেশন, ক্রিয়েটিভিটি এন্ড এন্টারপ্রেনিউরশীপ সেন্টার, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এবং কোরিয়া ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (কেইকা) যৌথ উদ্যোগে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান এমপি প্রধান অতিথি এবং ঢাকাস্থ দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত মি. লি জাং-কিউন সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মো. মাহবুব হোসেন, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য অধ্যাপক ড. মো. আবু

তাহের, বুয়েটের উপাচার্য অধ্যাপক ড. সত্য প্রসাদ মজুমদার, ঢাবির প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল এবং ঢাবি বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুল মঈন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে কেইকা-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ডো-ইয়ংআ, প্রজেক্ট ম্যানেজার মি. ডেরিক কিম, ঢাবি শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ, ঢাবি ইনোভেশন, ক্রিয়েটিভিটি এন্ড এন্টারপ্রেনিউরশীপ সেন্টারের ভাইস-চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. খন্দকার বজলুল হক এবং নির্বাহী পরিচালক মো. রাশেদুর রহমান বক্তব্য রাখেন। পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান বলেন, বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজমান রয়েছে। বাংলাদেশের শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে দক্ষিণ কোরিয়া সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। তিনি এই পাইলট প্রকল্পের সার্বিক সফলতা কামনা করেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান

বলেন, এই পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ইনোভেশন ও এন্টারপ্রেনিউরশীপ বিষয়ে দক্ষ ও সক্ষম হয়ে গড়ে উঠবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও কোরিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষা, গবেষণা, যোগাযোগসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও জোরদার হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। উপাচার্য এই পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়নে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদানের জন্য কোরিয়ান সরকার বিশেষ করে কেইকা কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। রাষ্ট্রদূত মি. লি জাং-কিউন বলেন, এই প্রকল্প হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও কোরিয়ার মধ্যে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের এক অনন্য প্রতীক। এই প্রকল্পের মাধ্যমে দু'দেশের দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতামূলক সম্পর্ক আরও জোরদার হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে উদ্যোক্তা ও উদ্ভাবনে দক্ষতা অর্জন করে দেশ-বিদেশে নেতৃত্বদানে সক্ষম হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

ঢাবি-এ জলবায়ু বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘Climate Justice and Peace in the Context of Bangladesh’ শীর্ষক এক সেমিনার গত ২৫ নভেম্বর ২০২১ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যৌথভাবে এই সেমিনার আয়োজন করে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের চেয়ারম্যান সাইফুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে সেমিনারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল ও পররাষ্ট্র সচিব (পশ্চিম) রাষ্ট্রদূত সাকির আহমদ চৌধুরী বিশেষ অতিথি হিসেবে এবং ঢাবি সামাজিক

বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম সম্মানীয় বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. রফিকুল ইসলাম। প্রবন্ধের উপর আলোচনায় অংশ নেন ঢাবির বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর পিস এন্ড লিবার্টি'র পরিচালক অধ্যাপক ড. ফকরুল আলম। সেমিনারে শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের পরিচিতি তুলে ধরেন ড. মো. তৌহিদুল ইসলাম। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক হারুন আল রশিদ। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

আজীবন শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে গেছেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও তাঁকে অনুসরণ করে টেকসই উন্নয়ন ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে শান্তি প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত উল্লেখ করে তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা করে আমাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন ও উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব আমাদের উন্নয়নের চাকা থামকে দিতে পারে। তাই এটি আমাদের জন্য একটি বড় হুমকি। খাদ্য, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিয়ে বিশ্বের সকল দেশকেই গুরুত্বসহকারে ভাবতে হবে এবং এই প্রভাব নিরসনে কাজ করতে হবে।



ঢাবি শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে ‘Climate Justice and Peace in the Context of Bangladesh’ শীর্ষক এক সেমিনার গত ২৫ নভেম্বর ২০২১ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের চেয়ারম্যান সাইফুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে সেমিনারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল ও পররাষ্ট্র সচিব (পশ্চিম) রাষ্ট্রদূত সাকির আহমদ চৌধুরী বিশেষ অতিথি হিসেবে এবং ঢাবি সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম সম্মানীয় বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

ঢাবি'র 'শতবর্ষ মনুমেন্ট' স্থাপনা নকশা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে 'Construction of Centenary Monument: Celebrating 100 years of the University of Dhaka and Golden Jubilee of Independence of Bangladesh' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় 'শতবর্ষ মনুমেন্ট'-এর স্থাপনা নকশা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান গত ৪ ডিসেম্বর ২০২১ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।

অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ এবং ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্চস বাংলাদেশ (আইএবি)-এর সভাপতি স্থপতি মোবাত্তের হোসেন বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তিকে স্মরণীয় করে রাখতে 'শতবার্ষিক স্মৃতিস্তম্ভ' (সেন্টিনারি মনুমেন্ট), 'A Monument of Infinity Reflecting Vastness, Inclusiveness and Magnanimity' (অসীমতার স্তম্ভে

বিশালতা, অন্তর্ভুক্ততা ও উদারতা) তৈরি করা হবে। এই মনুমেন্টে পরিবেশ, প্রকৃতি ও নৈসর্গিক সৌন্দর্যের সাথে শিক্ষার্থী ও দর্শনাধীদের মিথস্ক্রিয়া ঘটবে। এটি যুগে যুগে নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের কাছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌলিক দর্শন ও উদারনৈতিক মানবিক মূল্যবোধের বার্তা পৌঁছে দিবে।

উল্লেখ্য, এই প্রতিযোগিতায় দেশের স্বনামধন্য ৫৬টি স্থাপত্য প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে 'নিন আর্কিটেক্চস' বিজয়ী হয়। এছাড়া, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী প্রতিষ্ঠানসহ আরও ৫টি প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

এই শতবর্ষ মনুমেন্টটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মল চত্বরে নির্মাণ করা হবে। মনুমেন্টের বেদির আয়তন ৭২০০ বর্গফুট (দৈর্ঘ্য ১২০ ফুট ও প্রস্থ ৬০ ফুট), মনুমেন্টের দৈর্ঘ্য ৭০ ফুট, প্রস্থ ৩০ ফুট এবং উচ্চতা ২৫ ফুট, এর ওয়াটার গার্ডেনের ব্যাস ৬০ ফুট ও গভীরতা ৫ ফুট। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবান্বিত শতবর্ষের প্রকাশ হিসেবে ১০০টি বাতি থাকবে এবং ২০টি History Panel নির্মাণ করা হবে। এখানে শিক্ষার্থীদের জন্য বসার ব্যবস্থা, সাইকেল স্ট্যান্ড, রিসাইকেল বিন, চার্জিং পয়েন্টসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থাকবে। মনুমেন্ট নির্মাণের জন্য মল চত্বর এলাকার গাছপালা ঠিক রেখে পেভমেন্ট, রোড, ড্রেন ও বৈদ্যুতিক কাজ সম্পন্ন করা হবে।

বঙ্গবন্ধু বক্তৃতামালায় বক্তারা

বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন জাতীয় স্বনির্ভরতা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্স (কারাস) এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর পিস এন্ড লিবার্টি আয়োজিত 'বঙ্গবন্ধু বক্তৃতামালা'-এর ৭ম পর্বে বক্তারা বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রচনায় দেশের প্রান্তিক মানুষের চিত্র সাবলীলভাবে ফুটে

শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কারাসের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো কাজী সামিও শীশ। প্রবন্ধের উপর আলোচনা করেন ভাষানটেক সরকারি কলেজের রাস্ত্রবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল মোহন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর পিস এন্ড লিবার্টি-এর রিসার্চ ফেলো হাসান নিটোল



উঠেছে। বঙ্গবন্ধুর রচনার শব্দছবির মধ্যেই তাঁর 'স্বনির্ভর' দর্শনের চিত্র রয়েছে। গত ১১ নভেম্বর ২০২১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনিক ভবনস্থ অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে 'বঙ্গবন্ধুর রচনায় স্বনির্ভর ভাবনা' শীর্ষক বঙ্গবন্ধু বক্তৃতামালার এই পর্ব আয়োজন করা হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর পিস এন্ড লিবার্টির পরিচালক ও ইউজিসি অধ্যাপক ড. ফকরুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম. এম. আকাশ। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কারাসের পরিচালক অধ্যাপক ড. আবদুল বাছির। 'বঙ্গবন্ধুর রচনায় স্বনির্ভর ভাবনা'

অনুষ্ঠান সম্বলন করেন। বক্তারা বলেন, বঙ্গবন্ধু তাঁর স্বনির্ভর ভাবনায় মানব কল্যাণের পাশাপাশি নারী ও শিশুর প্রতিও সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য মৌলিক চাহিদা পূরণে সক্ষমতার শর্তটিও তাঁর ভাবনায় প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি চেয়েছিলেন জাতীয় স্বনির্ভরতা।

উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধু জেলে বন্দি থাকা অবস্থায় 'আমার দেখা নয়া চীন', 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' এবং 'কারাগারের রোজনামচা' বই তিনটি লিখেছেন। এই তিনটি বই প্রকাশের পর এখন বেরিয়েছে সিক্রেট ডকুমেন্টস অব ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ অন ফাদার অব দ্য নেশন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।



ঢাবি'র শিক্ষক-কর্মকর্তাদের নিয়ে গত ১৯ নভেম্বর ২০২১ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে দু'দিনব্যাপী 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন ও বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি' শীর্ষক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. কাজী শহীদুল্লাহ প্রধান অতিথি এবং ইউজিসি সদস্য অধ্যাপক ড. মো. আবু তাহের, ঢাবি'র প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ ও প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

ঢাবি ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে নবসজ্জিত ও আধুনিকায়িত সেমিনার লাইব্রেরি উদ্বোধন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের নবসজ্জিত ও আধুনিকায়িত 'বাংলার রুমি সৈয়দ আহমদুল হক সেমিনার লাইব্রেরি' গত ৮ ডিসেম্বর ২০২১ উদ্বোধন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই সেমিনার লাইব্রেরি উদ্বোধন করেন। বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিনের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঢাবি কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন, ইম্পাহানি গ্রুপের চেয়ারম্যান মির্জা সালমান

এবং ইম্পাহানি গ্রুপের অর্থায়নে সংস্কারকৃত আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ও বিশেষায়িত এই সেমিনার লাইব্রেরিটি প্রস্তুত করা হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যবাহী ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের লাইব্রেরিটি সংস্কার, আধুনিকায়ন ও বাংলার রুমি হিসেবে খ্যাত সৈয়দ আহমদুল হকের নামে নামকরণের জন্য সংশ্লিষ্টদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, এদেশে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় সৈয়দ আহমদুল হকের অনবদ্য অবদান রয়েছে।



ইম্পাহানি, আল্লামা রুমি সোসাইটি বাংলাদেশ-এর প্রধান উপদেষ্টা সৈয়দ মাহমুদুল হক, ঢাকাস্থ আল্লামা রুমি সোসাইটির সভাপতি সালাহ উদ্দিন কাসেম খান এবং বিভাগীয় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। আল্লামা রুমি সোসাইটি বাংলাদেশ-এর পৃষ্ঠপোষকতায়

ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে দেশ-বিদেশের অনেক মূল্যবান গ্রন্থ এই লাইব্রেরিকে সমৃদ্ধ করেছে। এই সেমিনার লাইব্রেরির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্র সম্প্রসারণের জন্য উপাচার্য বিভাগীয় শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান।

‘গণপরিষদ বিতর্কে রাষ্ট্র ভাবনা’ শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুষদ ও আইন বিভাগের যৌথ উদ্যোগে “গণপরিষদ বিতর্কে রাষ্ট্র ভাবনা” শীর্ষক এক সেমিনার গত ৯ ডিসেম্বর ২০২১ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সেমিনার উদ্বোধন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুষদ ও আইন বিভাগের শতবর্ষপূর্তি ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এই সেমিনার আয়োজন করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহর সভাপতিত্বে সেমিনারে বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টের সিনিয়র এ্যাডভোকেট ব্যারিস্টার এম আমীর-উল-ইসলাম, অ্যারোমা দত্ত এমপি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. ইমতিয়াজ আহমেদ আলোচনায় অংশ নেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আইন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. নজরুল ইসলাম। স্বাগত বক্তব্য দেন

অনুষ্ঠান আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. বোরহান উদ্দীন খান। আইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক তাসলিমা ইয়াসমীন অনুষ্ঠান সম্বলন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের পটভূমি তুলে ধরে বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের লক্ষ্যে এই সংবিধান প্রণয়ন করেছিলেন। তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, দেশে গণতন্ত্রের অনুপস্থিতি এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রাম এই সংবিধান তৈরির প্রেক্ষাপট রচনা করেছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে বিরাজমান নানা অসংগতি দূর করে বঙ্গবন্ধু ৪টি মূলনীতির ভিত্তিতে স্বাধীন বাংলাদেশের এই সংবিধান প্রণয়ন করেছিলেন। এই সংবিধানকে ধারণ করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।



‘রোকেয়া দিবস’ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ৯ ডিসেম্বর ২০২১ রোকেয়া হল থেকে এক বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এই র্যালির নেতৃত্ব দেন। রোকেয়া হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. জিনাত হুদা সহ হলের আবাসিক শিক্ষক-শিক্ষার্থী র্যালিতে অংশ নেন। এর আগে উপাচার্যের নেতৃত্বে হল প্রাধ্যক্ষ এবং আবাসিক শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ বেগম রোকেয়ার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।